ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 082 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৮২ ● কলকাতা ● ১১ চৈত্র, ১৪৩২ ● বৃহস্পতিবার ● ২৬ মার্চ ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 241

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

শাস্ত্রীয় বাদন, শাস্ত্রীয় গায়ন এই প্রকার আত্মস্থ করণীয় কলা যা হাজার বছর থেকে আজ পর্যন্ত এইভাবে চলছে আর আজও ততটাই প্রভাবশালী আছে যেমন প্রথমে ছিল।

এক গায়ক নিজের গুরুর আত্মার সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করে যখন গায়, তখন সে নিজের গুরুর আভামণ্ডল থেকে প্রাপ্ত চৈতন্যকে নিজের শ্রোতাদের কাছে পৌঁছাতে থাকে। ক্রমশঃ

ভবানীপুর নিয়ে শুভেন্দুর হুঙ্কার, বিশ্বের সেরা গদ্দার মমতা, হারিয়ে দিদিমা বানিয়ে দেব

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : নন্দীগ্রামের স্মৃতি উসকে এবার ভবানীপুরেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্যুদস্ত করার হুঙ্কার দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের রামনগরে বিজেপি প্রার্থী চন্দ্রশেখর মণ্ডলের সমর্থনে আয়োজিত কর্মীসভা থেকে শুভেন্দু সাফ জানান, "গতবার বলেছিলাম নন্দীগ্রামে হারিয়ে পাঠাব, এবার ভবানীপুরে আপনাকে হারাবই।" শুধু তাই নয়, আসন্ন নির্বাচনে বিজেপি একাই ১৭৭টি আসন দখল করবে বলে দাবি করেছেন তিনি। শুভেন্দুর দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের যোগ্যতায় নয়, বরং নন্দীগ্রামের মানুষের আত্মবলিদানের ওপর ভর করে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "নন্দীগ্রাম না থাকলে দিদি

এরপর ৩ পাতায়

SIR: আরও ১৩ লক্ষ নাম বাদ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অবশেষে বাদ যাওয়া নামের পরিসংখ্যান সামনে আনল নির্বাচন কমিশন। ৬০ লক্ষ নাম ছিল বিচারাধীন তালিকায়। সেগুলি খতিয়ে দেখছেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। সেই প্রক্রিয়ার মধ্যেই মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। কিন্তু কত নাম সেখানে রয়েছে, তার কোনও পরিসংখ্যান আসেনি। প্রায় ৪০ ঘণ্টা পেরিয়ে জানা গেল, এখনও পর্যন্ত ৩২ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে।তবে প্রথম সাপ্লি তালিকার ১০ লক্ষ নামের মধ্যে কতজনের নাম ডিলিশন লিস্টে আছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। আগামী শুক্রবার দ্বিতীয় সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশিত হবে বলে সূত্রের খবর। তবে সেই তালিকা বেরনোর কথা নিশ্চিত করেনি কমিশন। প্রতিদিন তালিকা বের করা হবে কি না, তাও ভেবে দেখছে কমিশন।তার মধ্যে ৪০ শতাংশ বাদ পড়েছে। অর্থাৎ ১৩ লক্ষ নাম বাদ পড়েছে। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়েছিল এসআইআর-এর চূড়ান্ত তালিকা। তার আগে খসড়া তালিকাতেই ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়েছিল।

চূড়ান্ত তালিকায় প্রায় ৫ লক্ষের বেশি নাম বাদ যায়। মঙ্গলবার প্রকাশিত হয়েছে প্রথম সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট। সেই তালিকায় কতজনের নাম আছে, কতজনের নাম নতুন করে বাদ পড়েছে, তা নিয়ে তৈরি হয় জল্পনা। বুধবার সন্ধ্যায় কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার যে তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে ১০ লক্ষ নাম রয়েছে। আরও জানা গিয়েছে যে, ৩২ লক্ষ নামের নিষ্পত্তি হয়েছে। তার মধ্যে ৪০ শতাংশ বাদ পড়েছে। অর্থাৎ ১৩ লক্ষ নাম নতুন করে বাদ পড়েছে। হিসেব বলছে সব মিলিয়ে ৭৬ লক্ষ নাম বাদ পড়ল এখনও পর্যন্ত।

শুভেন্দুকে নন্দীগ্রামে কত ভোটে হারাবেন? অঙ্ক কষে ব্যবধান দাবি করলেন পবিত্র

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। আর তারপরই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করতে শুরু করে বিরোধী দলগুলি। যদিও আংশিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে বিরোধীরা। সেখানে পূর্ণাঙ্গ প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে তৃণমূল কংগ্রেস ব্যাকফুটে পাঠিয়ে দেয় বিরোধীদের।তাছাড়া বিজেপি প্রার্থী ধর্মের রাজনীতি করেন বলেও অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কংগ্রেসের লোকসভার দলনেতা। এমনকী তৃণমূল কংগ্রেসের ধর্ম সম্পর্কে বার্তা দেন তিনি। আর কাঠগড়ায় তোলেন বিজেপির ধর্ম। অভিষেকের এই কথা শোনার

পরই সংবাদমাধ্যমে পবিত্র করের দাবি, 'আমি তৃণমূলে আগে ছিলাম। ক্ষণিকের জন্য গিয়েছিলাম বিজেপিতে। আমি ডিজে এবং রবীন্দ্র সঙ্গীত দুই বাজানোর পক্ষে। প্রয়োজনে দুটোই বাজাব।' আসলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আজ বলে গিয়েছেন, ৪ মে নন্দীগ্রামে ডিজে বাজবে পবিত্র কর জেতার পর। তারপরই এমন বার্তা তৃণমূল প্রার্থীর।এই আবহে এখন জোরদার ভোট প্রচারে নেমে পড়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। সব দলের প্রার্থীরাই এখন নিজ নিজ কেন্দ্রে চষে

এরপর ৩ পাতায়

অনুপ্রবেশকারীদের 'ভাতে মারার' নিদান দিলেন ভাগবত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অনুপ্রবেশ' - এই শব্দবন্ধটি বাংলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু। অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করা, তাঁদেরকে দেশ থেকে বিতাড়িত করার চ্যালেঞ্জ নিয়েছে বিজেপি। আর এই ইস্যুটিই রাজ্যের শাসকদলের সঙ্গে সংঘাতের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ এই অনুপ্রবেশকারীদের হঠাতেই বঙ্গে তৈরি হয়েছে এই এসআইআর, CAA, NRC-এর আবহ!প্রায় ৬৩ লক্ষ নাম বাতিল হওয়াকে তারা বড় 'স্ক্যাম' হিসাবে দেখাচ্ছেন তাঁরা। কিন্তু এসবের মাঝে অনিশ্চয়তায় ভুগছেন মতুয়ারাও। বিজেপি অবশ্য সিএএ-এর মাধ্যমে তাঁদের নাগরিকত্ব দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। অনুপ্রবেশকারী হঠাতে SIR- এই গোটা বিষয়টি রাজ্যে সমান্তরাল দুটো ন্যারেটিভ তৈরি করেছে। ছাব্বিশের নির্বাচনে বিজেপি এই ইস্যুটিকে 'জাতীয় নিরাপত্তা ও পরিচয়' হিসাবে দেখছে, আর তৃণমূল একে 'বাঙালি ও সংখ্যালঘুদের ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্র' হিসেবে প্রচার করছে।সব শব্দগুলিই একে অপরের সঙ্গে পারস্পরিকভাবে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সকলেই বাংলায় এসে

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

শুভেন্দুকে নন্দীগ্রামে কত ভোটে হারাবেন? অঙ্ক কষে ব্যবধান দাবি করলেন পবিত্র

বেড়াচ্ছেন। তার মধ্যে এবার নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে ব্যাপক বিভ্রাট! রাজ্যের অধিকাংশ ভোটার তাদের নিরিখে চলে গিয়েছে অ্যাডজুডিকেশন লিস্টে। দু'ঘণ্টা পর অবশ্য ঠিক হয়েছে বলে খবর। এই আবহে এবার অঙ্ক কষে শুভেন্দুকে হারিয়ে দেওয়ার সংখ্যা জানিয়ে দিলেন পবিত্র।

এদিকে নন্দীগ্রামে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী পবিত্র করকে জেতালে প্রত্যেক বছর সেবাশ্রয় ক্যাম্প মিলবে বলেও প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। আজ, বুধবার নন্দীগ্রামে কর্মীসভা করে সে কথাই জানিয়ে দেন তিনি। আর তারপরই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সংবাদমাধ্যমে জানিয়ে দেন তিনি বিজেপি প্রার্থীকে পরাজিত করবেন। পবিত্র কর বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে বলেন, 'অনেকে আমাকে দুর্বল প্রার্থী ভাবছে, যারা ভাবছে সেটা তাদের ব্যাপার। আমি কত ভোটে জিতব সেটা ফলাফলের দিন দেখে নেবেন। ৩০ হাজার ভোটে হারাব শুভেন্দুকে। অঙ্ক কষেই বলছি।'অন্যদিকে এবার প্রত্যেক বুথে কেমন কাজ করতে হবে সেটাও জানিয়ে দেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ। একইসঙ্গে বিজেপিকে তোপ দাগেন। নাম না করে এখানের বিজেপি বিধায়ককেও তুলোধনা করেন তিনি। আর পবিত্র করের দাবি, 'অঞ্চল ধরে ধরে হিসেব কষে রেখেছি আমি। একুশের নির্বাচনে গুরু-শিষ্যের লড়াই হয়েছিল। শিষ্য জিতেছিল। এবারও ফলাফল একই হবে। শিষ্যই জিতবে'। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে গুরু আর শুভেন্দু অধিকারীকে শিষ্য বোঝাতে চেয়েছেন পবিত্র। সেই রেশ ধরেই এবার শুভেন্দু তাঁর গুরু। আর পবিত্র শিষ্য। সুতরাং এবার হটস্পট কেন্দ্র নন্দীগ্রাম সেটা বোঝাই যাচ্ছে।

(২ পাতার পর)

অনুপ্রবেশকারীদের 'ভাতে মারার' নিদান দিলেন ভাগবত

অনুপ্রবেশ ইস্যুতে শাসকদলকে বিঁধেছে। অনুপ্রবেশকারীরা বাংলার বিশেষ রাজনৈতিক দলের একটা বড় 'ভোটব্যাঙ্ক' বলেও কটাক্ষ করেছেন তাঁরা। এবার আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতও খানিকটা সেই কথাই বললেন, তবে একেবারে অন্য প্রেক্ষাপটে।

এবার অনুপ্রবেশকারীদের 'ভাতে মারার' নিদান দিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার আরএসএসের প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তাতে উপস্থিত ছিলেন আরএসএস প্রধান। সেখানেই সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নিয়েও সতর্ক করেছেন এবং একে দেশের নিরাপত্তার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

তিনি বলেন, ''আমাদের এটিও নিশ্চিত করতে হবে যে অবৈধ অনুপ্রবেশকারীরা যেন কোনো কাজ বা চাকরি না পায়।'' কার্যত তাঁদের ভাতে মারার নিদান দিয়েছেন তিনি। ছাব্বিশের নির্বাচনের আগেও জানুয়ারিতে মালদার সভায় মোদী দাবি করেন যে, অনুপ্রবেশের ফলে মালদহ ও মুর্শিদাবাদের মতো জেলাগুলোর জনবিন্যাস বা ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে, যা সাম্প্রদায়িক অস্থিরতার কারণ হচ্ছে। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের অভিযোগ, রাজ্য সরকার নিজেদের ভোটব্যাংক বাঁচাতে পরিকল্পিতভাবে অনুপ্রবেশে মদত দিচ্ছে। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ২০২৬-এ বিজেপি ক্ষমতায় এলে "মানুষ তো দূর, পাখিও সীমান্ত পার হতে পারবে না।" তৃণমূলের অবশ্য ন্যারেটিভ, অনুপ্রবেশকারী চিহ্নিত করার নামে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR)-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ বৈধ নাগরিকের (বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের) নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

গড়িয়ায় পার্লারের মালকিনের অতীত নিয়ে হাড়হিম করা তথ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : শহরের জনবহুল এলাকায় জোড়া মৃত্যু ! ভয়াবহ ঘটনা। একেবারে দিনে দুপুরে জনবহুল রাস্তার পাশে পার্লারে ঢুকে কুপিয়ে খুন ! হাড়হিম করা ঘটনার সাক্ষী থাকল গড়িয়ার মহামায়াতলার বাসিন্দারা। এলাকার পরিচিত পার্লারে এমন ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে । কেন মহিলাদের পার্লারে একজন পুরুষ ঢুকে হামলা চালাল, প্রশ্ন উঠেছে।খুনের মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানা। পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন নৃশংসভাবে কুপিয়ে খুন করা হল পার্লারের মালিক রূপবাণী দাসকে! পার্লারের ঠিক বাইরেই রক্তাক্ত

এরপর ৬ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ভবানীপুর নিয়ে শুভেন্দুর হুঙ্কার, বিশ্বের সেরা গদ্দার মমতা, হারিয়ে দিদিমা বানিয়ে দেব

থেকে দিদিমা হয়ে যেতেন, রাজনীতি করা বেরিয়ে যেত।"

এদিন পটাশপুরের সভাতেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গেরুয়া শিবিরের দাবি, শুভেন্দুর এই আক্রমণাত্মক মেজাজ কর্মীদের মনোবল বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।এদিন এসআইআর সাপ্লিমেন্টারি লিস্টের নাম বাদ যাওয়া নিয়ে এক অভিনব রূপক ব্যবহার করেন শুভেন্দু। তাঁর দাবি, "ব্রেকফাস্টে ৫৮ লাখ আর লাঞ্চে ৬০ লাখের নাম বাদ গেছে। সন্ধেবেলা লিকার চা আর চিনা বাদামের সঙ্গে আরও ১৪ লাখের নাম কাটা পড়েছে। ডিনার এখনও বাকি আছে, সেখানে আরও ২৮ লক্ষের নাম যাবে।" শুভেন্দুর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে শোরগোল পড়ে গিয়েছে।

ভবানীপুরের নতুন রিটার্নিং অফিসার সুরজিৎ রায়ের নিয়োগ নিয়ে তৃণমূলের আপত্তির কড়া জবাব দেন শুভেন্দু। উল্লেখ্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাম না করে সুরজিৎ রায়কে 'গদ্দারের ঘনিষ্ঠ' বলে কটাক্ষ করেছিলেন। এর পাল্টা জবাবে শুভেন্দু বলেন, "পৃথিবীর সবথেকে বড় গদ্দারের নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁকে রাজনৈতিক পরিচয় দিয়েছিলেন রাজীব গান্ধী, টিকিট দিয়েছিলেন সুব্রত মুখোপাধ্যায়। কংগ্রেস ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করার পর আশ্রয় দিয়েছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। তাঁদের সবার সঙ্গেই বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন উনি।"

সম্পাদকীয়

ইফতার পার্টিতে গিয়েছিলেন কেন? ৭ জওয়ানকে সরিয়ে দিল কমিশন

ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে এসে পৌঁছেছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। নাকা তল্লাশি থেকে রুটমার্চ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে চলছে নজরদারি। ৩১ মার্চের মধ্যেই রাজ্যে আসছে আরও ৩০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু এরই মধ্যে ৭ জওয়ানের বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ নিল। ৩১ মার্চের মধ্যে রাজ্যে আসছে আরও ৩০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। কমিশন সূত্রে খবর, এই বাহিনীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মোট ৩০ কোম্পানি CRPF মোতায়েন করা হচ্ছে কলকাতায়। এরপরেই তালিকায় রয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর। সেখানে ২০ কোম্পানি আধা সামরিক বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে।তৃতীয় স্থানে রয়েছে কোচবিহার, ওই জেলায় মোতায়েন করা হচ্ছে ১৮ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। পাশাপাশি বারুইপুর পুলিশ জেলায় ১৭ কোম্পানি, মালদায় ১৫ কোম্পানি, মুর্শিদাবাদে ১৩ কোম্পানি ও বসিরহাট পুলিশ জেলায় পাঠানো হচ্ছে ১৩ কোম্পানি বাহিনী। ভোট ঘোষণার আগেই রাজ্যে দু'দফায় এসেছে ৪৮০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এবার আরও ৩০০ কোম্পানি পাঠানো হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। সূত্রের খবর, ধাপে ধাপে প্রায় আড়াই হাজার কোম্পানি এরাজ্যে মোতায়েন করতে চায় নির্বাচন কমিশন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল কোনও ভাবে যেন কেন্দ্রীয় বাহিনী কারও বাড়িতে নিমন্ত্রণ গ্রহণ না করে।কিন্তু সেই নির্দেশে গুরুত্ব না দেওয়ার অভিযোগ। ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এবার আরও কড়া হল কমিশন। অভিযুক্ত জওয়ানদের সতর্ক করার পাশাপাশি তাঁদের বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে কড়া নির্বাচন কমিশন।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর ৭ জওয়ানকে সরিয়ে দেওয়া হল অন্য রাজ্যে। 'সতর্ক করার পরেও মুর্শিদাবাদে নিমন্ত্রণ রক্ষায় ৭ জওয়ান', অভিযোগ পাওয়ার পরেই ভিন রাজ্যে সরিয়ে দিল কমিশন। ৩ জওয়ানের ৭দিনের প্যারা মিলিটারি হেফাজত, ২ জনকে সতর্কবার্তা।

অভিযোগ, সাত কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান ইফতার পার্টিতে খেতে যান। সেই অভিযোগ পেয়েই সোজা ব্যবস্থা গ্রহণ কমিশনের।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানকে নিজের কাজে ব্যবহারের অভিযোগ বাঁকুড়ার বিজেপি প্রার্থীর বিরুদ্ধে। বিজেপির নেতা-কর্মীদের হাতে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানের গেরুয়া-প্রতীক তুলে দেওয়ার ভাইরাল ছবি পোস্ট করে দাবি তৃণমূল কংগ্রেসের। নীলাদ্রিশেখর দানার নির্দেশেই প্রতীক তুলে দিয়েছেন জওয়ান, অভিযোগ তৃণমূলের। সৈনিকরা পদ্মফুল তুলবে না তো কী তুলবে, পাল্টা নীলাদ্রিশেখর দানা।

সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সতেরো পর্ব)

রক্ষা পাওয়ার জন্য, মৎস্যজীবীরা ফকির সরদারের কাজ দিয়ে রক্ষাকবজ নিয়ে সুন্দরবন নদীতে মাছ ধরতে যেতো। এ স্মৃতিরা ১০ বছর আগে দেখেছেন সুন্দরবন বাসিরা, আজ আর ফকির সরদার জীবিত নেই, তাই তাঁর স্মৃতিটা আস্তে আস্তে লুপ্ত হতে চলেছে ! সুন্দরবন বাসিরা নিজের জীবিকার জন্য, সুন্দরবন এ কার্ড মধু ও মাছ সংগ্রহ করতে যেতে হয়। তাই সুন্দরবনে গভীর জঙ্গলে কাঠ, গোলপাতা, মধু ও মোম সংগ্রহ বা মাছ ধরতে যাওয়ার আগে বনবিবির পূজা করে জলে নৌকা ভাসান। কারও উপরে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং-এর সময়সীমার প্রচারিত খবর নিয়ে প্রকৃত তথ্য জানানো হল

নতুন দিল্লি ২৫ মার্চ ২০২৬

সরকারের নজরে এসেছে যে, কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যম এবং সমাজ মাধ্যমে এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং-এর সময়সীমা সংশোধন করা হয়েছে বলে খবর প্রচারিত হয়েছে- পিএমইউওয়াই-এ ৪৫ দিন, পিএমইউওয়াই নয় এমন একটি সিলিন্ডারে ২৫ দিন এবং পিএমইউওয়াই নয় এমন দুটি সিলিন্ডারের ৩৫ দিন।

পরিস্কার করে জানানো হচ্ছে, এই জাতীয় কোনো পরিবর্তন করা হয়নি। গ্যাস সিলিন্ডার বুকিং-এর বর্তমান সময়সীমা অ-পরিবর্তিত রয়েছে এবং তাই থাকবে;

শহরাঞ্চলের জন্য ২৫ দিন এবং

সিলিন্ডার যাই হোক না কেন গ্রামাঞ্চলের জন্য ৪৫ দিন নাগরিকদের অনুরোধ করা হচ্ছে, কোনোরকম বিভ্রান্তিমূলক খবরে কান না দিতে এবং অকারণ আতঙ্কে এলপিজি সিলিন্ডার বুকিং না করতে।

পরিস্কারভাবে জানানো হচ্ছে, দেশে যথেষ্ট পরিমানে এলপিজি মজুত রয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সংস্কৃতির মূর্তিকাগুলির গায়েও সেইভাবে – এবং অবশ্য একই উদ্দেশ্যে – লাল রঙ মাখানো হতো বলেই অনুমান হয়। অবশ্য ভাট্স্ বলছেন, হরপ্পায় পাওয়া মূর্তিকাগুলির মধ্যে অন্তত তিন ভাগের গায়ে কোনো রকম রঙ ব্যবহার করা হতো বলে মনে হয় না,

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

বাসন্তীতে চাপা আগুন! জমি-দুর্নীতি, সিন্ডিকেট রাজ ও নির্বাচনী উত্তেজনার মাঝে নীরব জনতা— নীলিমা বনাম বিকাশে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাসন্তী

ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে দক্ষিণবঙ্গের অন্যতম স্পর্শকাতর কেন্দ্র বাসন্তী বিধানসভা। তবে চোখে পড়ার মতো বিষয়—এই উত্তেজনার মাঝেও সাধারণ মানুষের মুখে নীরবতা। অভিযোগের পাহাড়, ক্ষোভের আগুন, অথচ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ নেই—এ যেন এক অদ্ভুত নীরব বিস্ফোরণের পূর্বাভাস।

এলাকার একাধিক বাসিন্দার অভিযোগ, জোর করে সাধারণ মানুষের জমি থেকে মাটি পাচার করা হচ্ছে। পাশাপাশি নির্বাচন আচরণবিধি কার্যকর থাকা সত্ত্বেও প্রকাশ্যে জুয়ার আসর বসছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আরও গুরুতর অভিযোগ—প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম করে মাথাপিছু টাকা তোলার চাপ, যা নিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে গ্রামাঞ্চলে।

এখানেই শেষ নয়। বাড়ি তৈরির জন্য জমি কিনলেও 'সিন্ডিকেট' ছাড়া উপায় নেই—এমন অভিযোগও সামনে এসেছে। স্থানীয়দের দাবি, নির্মাণ সামগ্রী কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর কাছ থেকেই। অন্যদিকে মিথ্যা কাগজপত্র তৈরি করে জমি দখলের ঘটনাও নাকি বেড়েই চলেছে।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বক্তব্য, রাজ্যের উন্নয়ন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুব সাথীর মতো প্রকল্পই মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। তাদের দাবি, উন্নয়নের জোয়ারেই বাসন্তীতে জয় নিশ্চিত।

এই টানটান পরিস্থিতির মাঝেই মূল লড়াই জমে উঠেছে নীলিমা বিশাল মিস্ত্রি বনাম বিকাশ সরদারের মধ্যে। দুই প্রার্থীই জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন। গ্রামেগঞ্জে বাড়ছে মাইকিং, মিছিল, দেওয়াল লিখন—সব মিলিয়ে নির্বাচনী আবহ চরমে।

তবে রাজনৈতিক উত্তাপ যতই বাড়ুক, সাধারণ মানুষের মধ্যে রয়েছে এক অদ্ভুত নিরবতা। অনেকেই বলছেন, ২০১১ সালের নির্বাচনের আগের মতোই এবারও মানুষ চুপচাপ পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। ভেতরে ভেতরে জমছে ক্ষোভ না কি তৈরি হচ্ছে পরিবর্তনের স্রোত—তা স্পষ্ট নয় এখনও।

ভোট পরবর্তী হিংসার অতীতও ভীত করছে বাসন্তীর মানুষকে। একাধিক পুরনো ঘটনার স্মৃতি এখনও টাটকা। ফলে ভোটের ফলাফল কী হবে, তার চেয়ে বড় প্রশ্ন—ভোটের পরে পরিস্থিতি কতটা শান্ত থাকবে।

এদিকে আত্মবিশ্বাসী বিকাশ সরদার। তার দাবি, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে মানুষ এবার রায় দেবে পরিবর্তনের পক্ষে। অন্যদিকে নীলিমা বিশাল মিস্ত্রিও জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী, উন্নয়নের ধারাবাহিকতাই তাকে এগিয়ে রাখবে বলে মত তার।

সব মিলিয়ে বাসন্তী আজ এক অদ্ভুত দ্বিধার মোড়ে দাঁড়িয়ে। বাইরে উত্তেজনা, ভিতরে নীরবতা—এই সমীকরণের উত্তর মিলবে আগামী ৪ঠা মে, যখন ইভিএম খুলে জানিয়ে দেবে জনতার চূড়ান্ত রায়।

ইমিগ্রেশন, ভিসা, ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ট্র্যাকিং (আইভিএফআইটি) প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ২৫ মার্চ ২০২৬

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ইমিগ্রেশন, ভিসা, ফরেনার রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ট্র্যাকিং (আইভিএফআইটি) প্রকল্পের মেয়াদ ২০২৬-এর ৩১ মার্চ থেকে আরও ৫ বছর বাড়িয়ে ২০৩১-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত করেছে। বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৮০০ কোটি টাকা।

আইভিএফআইটি মঞ্চ ভারতে আসা বিদেশী নাগরিকদের অভিবাসন, ভিসা প্রদান এবং নিবন্ধনের ক্ষেত্রে সমন্বয়ের ব্যবস্থাপনা। এর ফলে সামগ্রিক প্রক্রিয়াটি অনেক দক্ষ হয়ে ওঠে। সুবিধা হয় বৈধ ভ্রমণার্থীদের। পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার দিকটিও নিশ্চিত হয়। ২০১০ সালের ১৩ মে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয়ক কমিটি এই প্রকল্পে অনুমোদন দেয়। ২০১৪র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই খাতে

এরপর ৬ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
নিউজ সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
রেজিস্ট্রেশন অনুযায়ী
এবার থেকে
ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র
রোজদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

তৃণমূল মুসলিমদের ভোট নিয়েছে, উন্নয়ন করেনি: ওয়াইসি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অল ইন্ডিয়া মজলিশ-ই-মুসলিমীন (এআইএমআইএম) সভাপতি আসাদুদ্দিন ওয়াইসি অভিযোগ করেছেন, পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস মুসলিমদের ভোট নিয়েছে, কিন্তু এই সম্প্রদায়ের উন্নয়নে কাজ করেনি।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন সামনে রেখে হুমায়ুন কবীরের 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি' (এজেইউপি)-এর সঙ্গে জোট করে নির্বাচনে লড়ার ঘোষণা দিয়েছে এআইএমআইএম। এ উপলক্ষে বুধবার কলকাতায় হুমায়ুন কবীরকে সঙ্গে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন ওয়াইসি।

তিনি বলেন, এই জোট মুসলমানদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব শক্তিশালী করতে কাজ

করবে। বিজেপি বা তৃণমূল কেউই মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন চায় না বলেও দাবি করেন তিনি।

ওয়াইসি বলেন, পশ্চিমবঙ্গে মুসলিমদের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দুর্বল। বিভিন্ন তথ্য অনুযায়ী, যেখানে সংখ্যালঘুদের নেতৃত্ব নেই, সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও খারাপ।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে প্রায় ৩০ শতাংশ মুসলিম জনসংখ্যা থাকলেও সরকারি চাকরিতে তাদের অংশগ্রহণ মাত্র ৭ শতাংশ। অনেক মুসলিম শিক্ষার্থী এখনো শিক্ষার বাইরে রয়েছে।

তৃণমূলকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, 'তারা মুসলিমদের ভোট নিয়ে নেতা তৈরি করেছে, কিন্তু সাধারণ মানুষের উন্নয়নে কাজ করেনি।'

তিনি বলেন, জোট গঠনের উদ্দেশ্য ভোট ভাগ করা নয়, বরং মুসলমানদের সম-অধিকার নিশ্চিত করা।

সংবাদ সম্মেলনে হুমায়ুন কবীর বলেন, নানা বাধা সত্ত্বেও এ জোট গঠিত হয়েছে। আসন্ন নির্বাচনে ১৮২ থেকে ১৯২ আসনে জোট প্রার্থী দেওয়া হবে এবং বিভিন্ন স্থানে নির্বাচনী প্রচারণা চালানো হবে।

তিনি আরও জানান, দলের প্রতীক 'বাঁশি' নির্ধারণ করা হয়েছে এবং ১ এপ্রিল বহরমপুর থেকে প্রচারণা শুরু হবে।

(৩ পাতার পর)

গড়িয়ায় পার্লারের মালকিনের অতীত নিয়ে হাড়হিম করা তথ্য

অবস্থায় ছটফট করতে দেখা যায় আততায়ীকে! পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। প্রশ্ন উঠছে, খুনের পর কি আত্মহত্যা করেন তিনি? তার উত্তর মিলতে পারে তদন্তে।জানা গিয়েছে , আততায়ীর সঙ্গে পার্লারের মালকিনের সঙ্গে সম্পর্ক বহুদিনের। অতীতের সেই সম্পর্কের জেরেই এই খুনোখুনি বলে মনে করা হচ্ছে। কারও কারও দাবি, মহিলাকে কুপিয়ে খুন করার পর অভিযুক্ত নিজের গলায় ধারালো অস্ত্র চালিয়ে দেন। তাতেই মৃত্যু।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই পার্লারটি চালাতেন রূপবানী দাস। তাঁকে এলাকায় অনেকেই পম্পা বলে চিনতেন। স্বামী অনুপ কুমার দাসের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন থেকেই ওই এলাকাতেই থাকতেন। তেঁতুলতলায় এই বিউটি পার্লারটিও ১৫ বছরের পুরনো। কিন্তু এভাবে সেখানেই রক্তারক্তি হবে ভাবতে পারছেন না কেউই।

ইতিমধ্যেই প্রত্যক্ষদর্শীদের কথা বার্তা ও পারিপার্শ্বিক ঘটনায় পুলিশের ধারণা, আততায়ীর সঙ্গে পূর্বে সম্পর্কে ছিলেন মহিলা। পরিবার সূত্রে খবর, বিয়ে হলেও কয়েকমাস আগে রূপবাণী দাস বাড়ি ছেড়ে ওই যুবকের সঙ্গে চলে যান। কিছুদিন আগে আচমকা তিনি ফিরে আসেন।অনুপ কুমার দে নামে মৃতার এক আত্মীয়রও দাবি, অতীত ওই মহিলা কোনওভাবে পালিয়ে চলে আসেন ছেলেটাকে ছেড়ে। তারপর থেকেই তক্কে তক্কে ছিল ছেলেটি। মঙ্গলবার বিউটি পার্লার খুলতেই একেবারে প্রাণঘাতী হামলা। 'ক্ষুর চালিয়ে স্পট ডেড করে দিয়েছে ওকে।', দাবি প্রত্যক্ষদর্শীর। জানা যাচ্ছে , আততায়ী এই রাজ্যের বাসিন্দা নয়। শুনেছি দিল্লি বা পাঞ্জাবের ছেলে।

প্রাথমিক ভাবে জানা হচ্ছে, আততায়ী যুবক আদতে কাশ্মীরের বাসিন্দা। তাঁর সঙ্গে রূপবানীর কোনও সম্পর্ক হয়ে থাকতে পারত। তাঁদের সম্পর্ক নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়ে থাকতে পারে। সেই সম্পর্ক নিয়েই কোনো জটিলতা বা টানাপোড়েন থেকে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

(৫ পাতার পর)

ইমিগ্রেশন, ভিসা, ফরেনার্স রেজিস্ট্রেশন অ্যান্ড ট্র্যাকিং (আইভিএফআইটি) প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

বরাদ্দ হয়েছিল ১০১১ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে এই প্রকল্পের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে ২০১৭ সালের ৩১ মার্চ পর্যন্ত করা হয়। বরাদ্দ হয় ৬৩৮.৯০ কোটি টাকা। এর পরে এই প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানো হয় ২০২১-এর ৩১ মার্চ পর্যন্ত। ২০২২-এর ১৯ জানুয়ারি প্রকল্পের মেয়াদ আরও বাড়িয়ে ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত করা হয়। বরাদ্দ হয় ১৩৬৫ কোটি টাকা।

আইভিএফআইটি প্রকল্পে প্রযুক্তি প্রয়োগ আরও বাড়িয়ে সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে আরও দক্ষ করে তোলা হবে। জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে উঠে আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জের কথা ধরলে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৫-এর ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ফরেনার্স অ্যাক্ট কার্যকর হওয়ার পর আইভিএফআইটি মঞ্চকে আরও দক্ষ করে তোলা কৌশলগত দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরবর্তী অধ্যায়ে বিশেষ অগ্রাধিকার দেওয়া হবে মূলত ৩টি ক্ষেত্রে : অত্যাধুনিক প্রযুক্তি, মূল পরিকাঠামোর পরিমার্জন এবং প্রযুক্তি ও পরিষেবা সংক্রান্ত ভারসাম্য।

এই প্রকল্পের মাধ্যমে মোবাইল-ভিত্তিক পরিষেবা এবং সেল্ফ-সার্ভিস কিয়স্কেরও সুবিধা পাবেন গ্রাহকরা। ফলে পর্যটন ও বাণিজ্য ক্ষেত্র আরও প্রসারিত হবে।

আইভিএফআরটি-র মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ ছাড়াই প্রয়োজনীয় পরিষেবা পেতে পারেন বিদেশ থেকে আসা ভ্রমণার্থীরা। ভিসা প্রক্রিয়াও মুখাবয়বহীন এবং অনলাইন প্রণালীতে সম্ভব হওয়ায় কাজ সম্পন্ন হয় অনেক দ্রুত। গত ৫ বছরে ই-ভিসা আবেদনের ৯১.২৪ শতাংশ অনুমোদিত হয়েছে ৭২ ঘণ্টার মধ্যে। অভিবাসন চৌকিতে অপেক্ষার সময়ও অনেক কমেছে।

সিনেমার খবর

অস্কার মঞ্চে ‘মুক্ত প্যালেস্টাইন’ বার্তা, পাশে দাঁড়িয়ে সমর্থন প্রিয়াঙ্কার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিনেমা জগতের শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ছাপিয়ে ২০২৬ সালের অস্কারে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এখন এক মানবিক প্রতিবাদ। ‘নো কান্ট্রি ফর ওল্ড মেন’ খ্যাত অভিনেতা হাভিয়ের বারদেম হলিউডের সবচেয়ে বড় মঞ্চে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ এবং রক্তপাতের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছেন।

অভিনেত্রী প্রিয়াঙ্কা চোপড়ার সঙ্গে অস্কার মঞ্চে সেরা আন্তর্জাতিক ছবির নাম ঘোষণা করতে যান অভিনেতার বারদেম। এই ঘোষণা করতে গিয়ে তিনি প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার বার্তা দেন। এসময় তার পাশে দাঁড়িয়ে প্রিয়াঙ্কাও মাথা নেড়ে সেই বার্তায় সমর্থন জানান। এসময় উপস্থিত অতিথিরা দাঁড়িয়ে করতালির মাধ্যমে বারদেমের এই বার্তাকে স্বাগত জানান।

বারদেমের স্যুটের কলারে লাগানো ছিল দুটি বিশেষ পিন একটি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং অন্যটি ফিলিস্তিনের সমর্থনে।

রেড কার্পেটে ভ্যারাইটি ম্যাগাজিনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি সাফ জানান, বিশ্বের জাঁদরেল পণ্ডিত ও গবেষকরা গাজার পরিস্থিতিকে ‘গণহত্যা’ বলে চিহ্নিত করেছেন, তাই শিল্পীদের চুপ করে থাকা সাজে না।

আমেরিকা ও ইরানের যুদ্ধ পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবার অস্কার অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল অতিরিক্ত কড়া নিরাপত্তাও।’

আয়োজকেরা জানিয়েছিলেন, নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখেই তারা এফবিআই এবং লস অ্যাঞ্জেলেস পুলিশের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করেছেন। যদিও কোনও বিপদ হতে পারে, এমন কোনও বার্তা পাননি কর্তৃপক্ষ।

উল্লেখ্য, ৯৮তম অস্কারে সেরা ছবির পুরস্কার পেয়েছে ‘ওয়ান ব্যাটল আফটার অ্যানাদার’। এই ছবির জন্যই সেরা পরিচালকের সম্মান পেয়েছেন পল থমাস অ্যান্ডারসন।

‘আলু’ থেকে বলিউড স্টার আলিয়া ভাট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের আকাশে আলিয়ার উদয় ঘটেছিল ২০১২ সালে ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার’-এর ‘শানায়া’ চরিত্রের মাধ্যমে। সেই সময় তাকে অনেকেই কেবল একজন ‘স্টার কিড’ হিসেবে দেখেছিলেন। তবে আজকের দিনে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড জয়ী গ্লোবাল আইকন হিসেবে তিনি স্বীকৃত। রবিবার, ১৫ মার্চ, ৩৩ বছরে পা দিয়েছেন আলিয়া ভাট। জন্মদিনের এই দিনে জানুন তার অজানা কিছু তথ্য—

ছোটবেলায় আলিয়া ছিলেন বেশ গোলগাল এবং পরিবারের সকলেই তাকে ভালোবেসে ‘আলু’ বলে ডাকতেন। বাবা মহেশ ভাট তাকে আদর করে ‘আলু বালু’ নামে সম্বোধন করতেন।

লিউডের প্রথম সারির অভিনেত্রী হলেও আলিয়া ভারতের নাগরিক নন। তার মা সোনি রাজদান ব্রিটিশ বংশোদ্ভূত হওয়ায় আলিয়ার কাছে ব্রিটিশ পাসপোর্ট ও নাগরিকত্ব রয়েছে।

অনেকে মনে করেন ‘স্টুডেন্ট অফ দ্য ইয়ার’ তার প্রথম ছবি। কিন্তু ১৯৯৯ সালে মাত্র ৫ বছর বয়সে ‘সংঘর্ষ’ ছবিতে প্রীতি জিন্তার ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন আলিয়া।

‘শানায়া’ চরিত্রে অভিনয় করার জন্য আলিয়াকে কড়া পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্রায় ৪০০ জনের অডিশনের পর তাকে বেছে নেওয়া হয়। শর্ত ছিল— মাত্র ৩ মাসে ১৬ কেজি ওজন কমাতে হবে।

পর্দার সাহসী গ্ল্যামার গার্ল হলেও বাস্তবে আলিয়া ভীষণ ভীতু। তিনি নিক্টোফোবিয়া (Nyctophobia)-এর শিকার, তাই রাতে ঘুমানোর সময় ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখেন বা জানলা খোলা রাখতে পছন্দ করেন।

হুট করে সালমান খানের সিনেমার নাম বদলে গেল!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বছরের শুরু থেকেই ‘ব্যাটল অফ গালওয়ান’ ছবি ঘিরে খবরের শিরোনামে ছিলেন সালমান খান। সেই ছবির নামই এবার পাল্টে গেল। প্রযোজনা সংস্থা ও সালমান খানেরর পক্ষ থেকে নতুন পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে নতুন নাম।

নতুন নাম রাখা হয়েছে ‘মাতৃভূমি : মে ওয়ার রেস্ট ইন পিস’। তবে হঠাৎ কেন এই নাম পরিবর্তন করা হলো, তা নিয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়ে গেছে। কারণ, ছবির নির্মাতারা এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো মন্তব্য করেননি।

গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর নিজের জন্মদিনে এই ছবির টিজার প্রকাশ করেন সালমান খান। ছবিটি পরিচালনা করছেন অপূর্ব লাখিয়া। তবে টিজার প্রকাশের পর থেকেই ছবিটি ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়। কারণ, সিনেমাটির প্রেক্ষাপট ২০২০ সালের গালওয়ান ভ্যালি ক্ল্যাশ, যেখানে ভারত ও চীনের সেনাদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল।

সিনেমায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর বীরত্বের চিত্রায়ন দেখে আপত্তি তোলে চীনের পক্ষ। বেইজিংয়ের অভিযোগ, এই সিনেমার মাধ্যমে বিকৃত তথ্য তুলে ধরে জাতীয়তাবাদ উসকে দেওয়া হচ্ছে এবং চীনা সেনাবাহিনীকে অপমান করা হচ্ছে। চীনা সংবাদমাধ্যমেও ছবিটিকে ভারতের জাতীয়তাবাদী প্রচারণার ‘অস্ত্র’ বলে কটাক্ষ করা হয়েছে।

ছবিটিতে সালমান খানকে দেখা যাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কর্মকর্তা কর্নেল বিকুমল্লা সন্তোষ বাবুর চরিত্রে, যিনি গালওয়ান সংঘাতে ভারতীয় সেনাদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।

এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বেশ প্রস্তুতিও নিয়েছেন অভিনেতা। শুটিংয়ের আগে কঠোর অনুশীলন, প্রেশার চেম্বারে প্রশিক্ষণ এবং খাদ্যাভ্যাসেও পরিবর্তন আনেন তিনি।

নতুন নাম নিয়ে কবে এবং কীভাবে ছবিটি মুক্তি পাবে, তা জানার অপেক্ষায় রয়েছেন সালমান খানের ভক্তরা।

‘আমি কখনই ওয়ানডে ক্রিকেট বুঝতে পারিনি’

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৪ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপা জয়ের পর অবসরের ঘোষণা দেন দেশটির সাবেক অধিনায়ক রোহিত শর্মা। এরপর থেকে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলকে নেতৃত্ব দিয়ে যাচ্ছন সূর্যকুমার যাদব।

মাঠের চারদিকে তিনি সমানভাবে খেলতে পারায় ব্যাটসম্যান হিসেবে তাকে বলা হয় ‘মিস্টার ৩৬০ ডিগ্রি’। সদ্য দেশের অনুষ্ঠিত হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে শিরোপা জয়েও নেতৃত্ব দিয়েছেন তিনি। টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটে সূর্যকুমারকে বেশি দেখা যায়। ২০২৩ সালে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত ওয়ানডে বিশ্বকাপে হার্দিক পান্ডিয়ার ইনজুরিতে ছিটকে গেলে তিনি দলে স্থান পান। তবে ব্যাট হাতে ব্যর্থ হন।

এ প্রসঙ্গে ভারতের সম্প্রীতি পিটিআইকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব স্বীকার করেছেন, তিনি কখনই ওয়ানডে ফরম্যাট 'বুঝতে' পারেননি। তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এটিকে অত্যন্ত 'চ্যালেঞ্জিং' বলে মনে করেছিলেন। ভারতের ২০২৩ বিশ্বকাপ দলের অংশ ছিলেন সূর্যকুমার। ৫০ ওভারের খেলায় প্রয়োজনীয় ব্যাটিং বহুমুখীতার প্রতি তার মতামতকে দায়ী করেছেন। যেখানে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে খাপ খাইয়ে নেওয়া প্রায় প্রতিভা এবং দক্ষতার মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

সূর্যকুমারের শেষ ওয়ানডে ম্যাচটি ছিল ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপ ফাইনাল। ওই ম্যাচে তিনি ২৮ বলে ১৮ রান করেছিলেন।

এ প্রসঙ্গে সূর্যকুমার বলেন, আমি যতদূর মনে করি আমি ওয়ানডে ক্রিকেটের অভিজ্ঞতা নিয়েছি। ওয়ানডে এমন একটি ফরম্যাট যেখানে আপনাকে তিনটি ভিন্ন উপায়ে ব্যাট করতে হবে। কখনও কখনও, যদি আপনি শুরুতে যান, যদি দ্রুত উইকেট পড়ে যায়, তাহলে আপনাকে টেস্ট ক্রিকেটের মতো ব্যাট করতে হবে। তারপর আপনাকে ভালো স্ট্রাইক রেটে ব্যাট করতে হবে। এরপর ইনিংসের শেষে আপনাকে টি-টোয়েন্টি মেজাজে ব্যাট করতে হবে। তাই এটি এমন একটি ফরম্যাটে যা আমি কখনই বুঝতে পারিনি। আমি এটি খেলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারপর এটি একটি চ্যালেঞ্জিং ফরম্যাট।

৩৫ বছরের ক্রিকেটার সাফল্যের কারণ হিসেবে ড্রেসিংরুমে দলগত সংস্কৃতির কথাই তুলে ধরেছেন তিনি। তিনি বলেন, আমি পরিসংখ্যান নিয়ে খুব বেশি মাথা ঘামাই না। কিন্তু হারতে সবচেয়ে বেশি ঘৃণা করি। যদি ড্রেসিংরুমের প্রত্যেকের মানসিকতা সমান হয়, তবেই সাফল্যের পরিসংখ্যান নিয়ে গর্ব করা যাবে। ব্যক্তিগত প্রাপ্তির তুলনায় দলগত প্রাপ্তিকেই গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলেছেন তিনি।

গেইলকে টি-টোয়েন্টি ইতিহাসের সেরা ওপেনার মানছেন কোহলি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কয়েকদিন পরেই মাঠে গড়াচ্ছে বিশ্বের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ টুর্নামেন্ট আইপিএল। এর আগে সমর্থকদের জন্য এক বিশেষ ভিডিও প্রকাশ করেছে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সেখানে এক ঝটপট প্রশ্নোত্তর পর্বে অংশ নিতে দেখা যায় দলের প্রাণভোমরা বিরাট কোহলিকে। ‘দিস অর দ্যাট’ নামের ওই সেশনে কোহলিকে ক্রিকেটের ইতিহাসে সেরা টি-টোয়েন্টি ওপেনারকে বেছে নিতে বলা হয়েছিল।

ভিডিওর সবচেয়ে আকর্ষণীয় মুহূর্ত ছিল যখন কোহলিকে টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটের দুই কিংবদন্তি রোহিত শর্মা এবং ক্রিস গেইলের মধ্যে একজনকে বেছে নিতে বলা হয়। কোহলি খুব বেশি সময় না নিয়ে তার প্রাক্তন সতীর্থ ‘ইউনিভার্স বস’ ক্রিস গেইলকেই টি-টোয়েন্টি ওপেনার হিসেবে এগিয়ে রাখেন।

যদিও রোহিত শর্মার প্রতি তার অগাধ শ্রদ্ধা রয়েছে বলেও জানান কোহলি। তবে টি-টোয়েন্টিতে গেইলের বিধ্বংসী প্রভাবকেই সেরা মানছেন তিনি।

শুরুতে সুনিল নারিন ও অ্যাডাম গিলক্রিস্টের মধ্যে অজি কিংবদন্তি গিলক্রিস্টকে বেছে নেন কোহলি। পরের পছন্দের নামে গিলক্রিস্টের পরিবর্তে কোহলি নেন ট্রাভিস হেডের নাম। তবে টি-টোয়েন্টির মারকুটে মেজাজের কথা চিন্তা করে হেডের জায়গায় নাম নেন বীরেন্দ্র শেবাগের। এরপর গেইলে নাম আসার আগ পর্যন্ত শেবাগকেই সেরা মনে করেন তিনি।

তবে গেইল আসার পর শেবাগকে ভুলে যান কোহলি। আর শেষে রোহিত শর্মার পরিবর্তেও গেইলকেই পছন্দ বলে জানান বিরাট কোহলি।

এবারের আইপিএলে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন হিসেবেই মাঠে নামবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। গত আসরে তাদের দীর্ঘদিনের শিরোপা খরা কাটার পর সমর্থকদের মধ্যে উন্মাদনা এবার তুঙ্গে। আগামী ২৮ মার্চ টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী ম্যাচে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মুখোমুখি হবে কোহলির বেঙ্গালুরু।

ফেব্রুয়ারির সেরা পুরুষ খেলোয়াড়ে নাম নেই ভারতের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ঘরের মাটিতে নিউজিল্যান্ডকে বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পরও ফেব্রুয়ারি মাসের সেরা খেলোয়াড়ের তালিকায় কোনো ভারতীয় ক্রিকেটারের নাম নেই।

অথচ শিরোপা জয়ের পথে ইশান কিষাণ, সঞ্জু স্যামসন, হার্দিক পান্ডিয়া এবং জসপ্রিত বুমরাহকে আইসিসির সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কারের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। তবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) সংক্ষিপ্ত তালিকায় পাকিস্তানের ওপেনার সাহেবজাদা ফারহান, ইংল্যান্ডের উইল জ্যাকস এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শ্যাডলি ভ্যান শালকউইক রয়েছেন।।

এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে আইসিসি জানিয়েছে, পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রেকর্ড স্কোর করে সাহেবজাদা ফারহান নিজের সাফল্য তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে উইল জ্যাকস এবং শ্যাডলি ভ্যান শালকউইকও অসাধারণ পারফর্ম করেছেন। তিনজন খেলোয়াড়কেই আইসিসি টুর্নামেন্টের সেরা দলে স্থান দেওয়া হয়েছে, শালকউইক দ্বাদশ খেলোয়াড়।

সদ্য শেষ হওয়া টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে সুপার পাকিস্তান সুপার এইটে বাদ পড়ে গেলেও, সাহেবজাদা ফারহান সাত ম্যাচে ৭৬.৬০ গড়ে এবং ১৬০.২৫ স্ট্রাইক-রেটে ৩৮৩ রান করেছেন এই আক্রমণাত্মক ব্যাটিং করেছেন। তিনি আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের এক সংস্করণে বিরাট কোহলির সর্বাধিক রানের রেকর্ড ভেঙেছেন এবং নামিবিয়া এবং শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে এক সংস্করণে দুটি সেঞ্চুরি করা প্রথম ক্রিকেটার।

উইল জ্যাকস ব্যাট এবং বল উভয় ক্ষেত্রেই অসাধারণ ছিলেন। নয় ম্যাচে ১৭৩.২১ স্ট্রাইক-রেটে ১৯২ রান করেছিলেন এবং ৮.০৪ ইকোনমি রেটে ১১ উইকেট নিয়েছিলেন, যা তার দলকে সেমিফাইনালে পৌঁছাতে সাহায্য করেছিল। তিনি চারবার প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচের পুরস্কার জিতেছেন।

শ্যাডলি ভ্যান শালকউইক আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চারটি ম্যাচে ৬.৮০ ইকোনমি রেটে ১৩ উইকেট নিয়েছিলেন। গ্রুপ পর্বে তিনি শীর্ষস্থানীয় উইকেট নেওয়ার পর ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের বিরুদ্ধে ২৫ রানে চারটি এবং নেদারল্যান্ডসের বিরুদ্ধে ২১ রানে তিনটি উইকেট নিয়েছিলেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329 and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR